সফলতার কান্না

সিলভিয়া অ্যান হিউলেট

ভাষান্তর

তাবাস্‌সুম মোসলেহ

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

SEAN PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা ৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ১৩

মুখবন্ধ ১৭

মূল সংস্করণের মুখবন্ধ ২৫

আমার জীবনের গল্প ৩৩

প্রথম ভাগ ৫২

অধ্যায়-১: নারী-আন্দোলনের সফল যোদ্ধাদের গল্প ৫৩

অধ্যায়-২: চোখ-ধাঁধানো কিছু পরিসংখ্যান ৯৭

অধ্যায়-৩: শীর্ষে অবস্থিত কর্মজীবী মায়েদের মাতৃত্বের ক্ষতিপূরণ ১২৯

অধ্যায়-৪: শিকারি বনাম লালনকারী ১৫৯

অধ্যায়-৫: বন্ধ্যত্ব: অত্যাধুনিক প্রজনন-প্রযুক্তির ফাঁকা কলসি ১৯৩

দ্বিতীয় ভাগ ২৩৮

অধ্যায়-৬: সময়ের সংকট ২৩৯

অধ্যায়-৭: কাজ নাকি পরিবার? ২৬৯

শব্দকোষ ২৮৫

সম্পাদকের কথা

নারীদের জীবনে বাইরে গিয়ে অর্থ উপার্জন করা না-করা, কিংবা এসবের মেরিট-ডিমেরিট প্রসঙ্গে মাঝেমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ তর্কবিতর্ক হয়। আমি নিজে অনেকবার চেয়েছিলাম বিষয়টি নিয়ে আর্টিকেল বা পুস্তিকা টাইপ কিছু একটা লিখব; কিন্তু নানা ব্যস্ততার কারণে হয়ে ওঠেনি। বইয়ের সম্পাদকীয় তো লিখতেই হবে—তাই ইচ্ছাটাকেই ব্যস্ততার অংশ বানিয়ে নিলাম আজ; তবে সংক্ষেপেই কিছু কথা বলব।

আমার যখন বিষয়টা নিয়ে লিখতে প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিল, তখন নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম—'আমি এই বিষয় নিয়ে কী কারণে লিখতে আগ্রহ বোধ করছি? কেন আমার মাথায় এটা নিয়ে লেখার এমন তাড়না বোধ করছি? কিংবা এই বিষয় নিয়ে আমার কী এমন অভিজ্ঞতা আছে; যা লিখলে তা মানুষের জীবনে কোনো ভ্যালু যোগ করতে পারে?' খুব স্পষ্ট কোনো উত্তর ভেতর থেকে পেলাম না। একইসাথে তাড়নাটাকেও তাড়াতে পারিনি।

পরে বুঝতে পারলাম—এটা হলো আমার ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের বিপরীতমুখী অভিজ্ঞতার অবচেতন প্রভাব। এটাই হয়তো আমার অবচেতনমনে এক ধরণের তাড়না তৈরি করেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে আমার একটু বিচিত্র ও বিপরীতধর্মী অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রতিনিয়ত সেই জীবনধারার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনও করছি। আমার মনে হয় আমি এই ক্ষেত্রে খানিকটা বিরল অভিজ্ঞতা রাখা একজন মানুষ।

এই অভিজ্ঞতাই আমাকে অবচেতন মনে এই বিষয়ে লিখতে 'উসকানি' দিচ্ছিল বোধ হয়। বলি, কী সেই বিপরীতধর্মী ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

আমি নিজে লেখাপড়া করেছি কওমি মাদরাসায়, কিন্তু কর্মজীবনে সহকর্মী হয়েছি এমন অনেক মানুষের; যারা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন—যাদের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ই ছিলেন। আবার যখন থেকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মতো দায়িত্ব কাঁধে চেপেছে, তখন থেকে আমার টিমেও অনেক নারী-পুরুষ কাজ করেছেন, করছেন; যারা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেছেন। আমি সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত এসব মানুষের জীবনধারার খানিকটা এবং চিন্তাধারার কিয়দাংশ কাছ থেকে দেখেছি। তাদের প্রাত্যহিক জীবনের চাওয়া-পাওয়া, সুবিধা-অসুবিধাগুলোও প্রত্যক্ষ্য করেছি কাছ থেকে।

আমার দুটি বোন। তাদের একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েটেড; বেশ স্বনামধন্য একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত; তার হাজবেন্ডও একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরত। আরেক বোন মেট্রিকও পাশ করেনি; তার আগেই বিয়ে হয়ে গেল। সংসার-সন্তান সামলাতে গিয়ে লেখাপড়ার পাট সেখানেই চুকাতে হলো। তার হাজবেন্ড বর্তমানে দেশের একটি ইসলামী ব্যাংক-এর একজন ম্যানেজার। আর আমার বোনটা একজন পূর্ণকালীন স্ত্রী ও মা হিসেবে সাংসারিক জীবনযাপন করছে।

আমার দুজন স্ত্রী। তাদের একজন ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের। যথেষ্ট মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও অল্প বয়সে সংসার ও সন্তানের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া আর চালিয়ে যেতে পারেননি; পূর্ণকালীন সংসার-সন্তান সামলাচ্ছেন। আমার আরেকজন স্ত্রী একযোগে বুয়েট, ঢাবি ও মেডিক্যালে চান্স পেয়েছিলেন; অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগ থেকে লেখাপড়া শেষ করেন। বর্তমানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। ভুলে গেলে চলবে না যে, তাকেও একই সাথে ঘরসংসার ও সন্তান সামলাতেই হচ্ছে।

বিস্তারিত আলোচনায় গেলে এমন আরেকটা পূর্ণ বই লিখতে হবে। তাই সংক্ষেপেই বলব। যদি আমার দুই বোনের জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম আয়েশের তুলনামূলক চিন্তা করি, তাহলে স্পষ্টতই দেখতে পাই—যে নিজেকে

মুখবন্ধ

আপনি যে বইটি পড়তে যাচ্ছেন, হতে পারে সেটা আপনার জীবন পালটে দেবে। এখানে যেসব তথ্য ও পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয়েছে, হতে পারে সেগুলো বিপুলভাবে প্রভাব ফেলবে—হয়তো আপনার জীবনে বা আপনার প্রিয় বন্ধুর জীবনে, আপনার মেয়ের জীবনে কিংবা আপনার বোনের জীবনে।

প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার আমি অকাট্য প্রমাণ পাই যে, এই বইটি কারও চিন্তাধারা বদলেছে, কারও দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন ঘটিয়েছে, কারও জীবনের গতিপথ পালটে দিয়েছে।

গত সপ্তাহে আমি ওয়াশিংটন ডিসির রেগান এয়ারপোর্টে প্লেনে উঠছি, এমন সময় এক ভদ্রমহিলা, বয়স তিরিশের ঘরে হবে, হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে ছুটে এলো। 'আপনি কি সিলভিয়া অ্যান হিউলেট?' আমি নিজের পরিচয় স্বীকার করতেই উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর আমাকে, এবং সেই সাথে আশেপাশের সব অচেনা যাত্রীদের, তার জীবনের গল্প বলল।

মাত্র ছয় মাস আগে সে ছিল একজন টিপিক্যাল কর্মাশক্ত পেশাজীবী নারী। সপ্তাহে ৬৫ ঘণ্টা কাজ করত। অফিসের টেবিলে বসে চাইনিজ টেক-আউট খাওয়া তার সবচেয়ে আনন্দদায়ক ডিনারের অভিজ্ঞতা—এই বলে নিজেকে বোকা বানাত। তারপর একদিন তার বোন আমার বইটি তাকে পাঠাল। বইটি পড়ে তার ভাষায়: 'আমার মস্তিষ্কে যেন হঠাৎ একটি বাতি জ্বলে উঠল।' নিজের জীবনের সীমাবদ্ধতা সে এবার পরিষ্কার দেখতে পেল এবং তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিল—আর না, এবার

সে কাজের গণ্ডি থেকে বাইরে বের হয়ে নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নেবে।

এরপর ফটাফট সে পুরনো চাকরি ছেড়ে দিয়ে নতুন একটি কোম্পানিতে ঢুকল (যেখানে টেলিকমিউটিং[১] ও ফ্লেক্সটাইমের[২] সুবিধাগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং ছুটির দিনে ইমেইলের উত্তর দেওয়ার দরকার নেই), চার্চে যাতায়াত শুরু করল, একটি ভ্রমণ ক্লাবে যোগ দিলো এবং একজন আকর্ষণীয় পুরুষ খুঁজে পেল।

'আমরা ইতিমধ্যেই বিয়ে এবং বাচ্চার ব্যাপারে আলাপ শুরু করে দিয়েছি' সলজ্জ কণ্ঠে সে আমাকে বলল। 'আপনার বইটি আমার জীবন বদলে দিয়েছে। আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার করেছে এবং আমাকে সাহস জুগিয়েছে।'

আরেকটি ঘটনা বলি। গত মাসে হার্ভার্ড ল স্কুলে একটি বক্তৃতার শেষে একজন ছাত্রী আমার কাছে এগিয়ে আসে, কোলে একটি শিশু। নিজের পরিচয় দেওয়ার পর সে বাচ্চাটাকে তুলে ধরে বলল: 'ওর নাম ন্যাথানিয়াল প্যাট্রিক এবং ও আসলে আপনারই। আমরা কখনোই ওকে পেতাম না, যদি আপনি বইটি না লিখতেন।' শুনে মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। কোনোমতে উত্তর দিয়ে, বাচ্চাটাকে আদর করার অজুহাতে ওর দিকে ঝুঁকে নিজের ভেজা চোখ মুছলাম। এরকম একটা পরিস্থিতিতে কার চোখ শুকনো থাকতে পারে?

সদ্য মা-হওয়া ডমিনিক এরপর আমাকে তার গল্প বলল। গত বছর এই সময়ে সে হার্ভার্ড ল স্কুল এবং টাফ্টস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিত একটি ডিগ্রি প্রোগ্রামের প্রথম সেমিস্টারে পড়ছিল। একদিন ভাগ্যক্রমে আমার বইটা তার চোখে পড়ে। সে এবং তার স্বামী দুজনেই বইটি পড়ে, ফলে তাদের জীবনের পরিকল্পনা পুরোপুরি বদলে যায়।

তাদের বিয়ের বেশিদিন হয়নি। প্রথমে তারা ভেবেছিল যে এখন বাচ্চা নেবে না। ডমিনিক আগে ডিগ্রি পড়া শেষ করুক, ক্যারিয়ার শুরু করুক, তারপর এই বিষয়ে ভাবা যাবে। ওর নিজের ভাষায়—'বইটি পড়ার পর আমি দুটো ব্যাপার উপলব্ধি

---

[১] শব্দকোষে অর্থ দেখুন

[২] শব্দকোষে অর্থ দেখুন

অধ্যায়-১

নারী-আন্দোলনের সফল যোদ্ধাদের গল্প

একটি সিক্রেট বলি—এটা খুব বেদনাদায়ক একটা ব্যাপার। আমেরিকার মাঝবয়সি উচ্চপদস্থ নারীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকের কোনো সন্তান নেই।

২০০১-এর জানুয়ারি মাসে আমেরিকার উচ্চ-উপার্জনকারী নারীদের নিয়ে দেশব্যাপী একটা জরিপ করা হয়। এতে দেখা গেছে যে, ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সি উচ্চ-উপার্জনকারী নারীদের মধ্যে ৩৩% নিঃসন্তান এবং কর্পোরেট নারীদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ৪২%।

এসব নারীরা কি ইচ্ছা করেই সন্তানহীন থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? মোটেই না, বরং ঠিক তার উলটো। এদের মধ্যে বেশিরভাগই একটিমাত্র সন্তানের জন্য পৃথিবীর সব কষ্ট সইতে রাজি। এই উদ্দেশ্যে তারা হাজার হাজার ডলার এবং অঢেল সময় ব্যায় করেছেন, নিজেদের শরীরকে অপমানজনক সব মেডিক্যাল চিকিৎসার সম্মুখীন করেছেন, বারবার করছেন। এমনকি এসব করতে গিয়ে নিজেদের সাধের ক্যারিয়ারের ক্ষতি হলেও তারা পিছপা হননি।

অথচ এতসবের ফলে তারা কী পেয়েছেন? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লবডঙ্কা।

কারণ, মেডিক্যাল সাইন্স যতই উন্নতি করুক-না কেন, ৪০ বছর বয়সের পর সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি মাত্র ৩-৫% ক্ষেত্রে সফল হয়। এত টাকা, এত পরিশ্রম—বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সব জলে যায়।

আজকের উচ্চপদস্থ নারীদের জন্য গর্ভধারণের মতো এমন একটা স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক, আদিম প্রক্রিয়া এত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন? এখন তো আমরা

আমাদের নানি-দাদিদের তুলনায় অনেক বেশি শিক্ষিত, বেশি উপার্জন করি, তাদের তুলনায় আমাদের ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ অনেক বেশি। তার ওপর আমাদের গড় আয়ু বাড়ছে, তা ছাড়াও গর্ভধারণের এমন সব নতুন রাস্তা আমাদের জন্য খোলা হয়েছে—যা আগের যুগে কল্পনা করা যেত না।

এত সব নতুন সুযোগ-সুবিধা আমাদের পারিবারিক জীবনে কোন ছাই কাজে লাগছে? সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আমরা আগের যুগের নারীদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে গেছি। আমরা লেখক হতে পারি, নেত্রী হতে পারি, আভিজাত কোনো কোম্পানির বস হতে পারি—একমাত্র মা হতে গিয়েই আমরা হিমশিম খাচ্ছি।

এরকম কেন হলো? কবে কীভাবে হলো? এর উত্তর জানার জন্য আমরা ব্রেকথ্রু প্রজন্মের* নয়জন উচ্চপদস্থ নারীর গল্প শুনব। এই নয়জন যখন যৌবনে পা দেন, তখন নারী আন্দোলনের যুদ্ধ চলছে। তারাও লড়াইয়ে যোগ দেন এবং তুমুল যুদ্ধ করে এমন সব শিখরে পৌঁছান যেখানে যাওয়ার স্বপ্ন তাদের মা-খালারাও কোনো দিন দেখেননি। তারপর একসময় তারা উপলব্ধি করেন—বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনেক দেরিতে—যুদ্ধ লড়তে গিয়ে যেসব জিনিস তারা হারাতে বসেছেন, তার মধ্যে একটি হলো মাতৃত্ব। ক্যারিয়ার আর পরিবার একসাথে সামলানো তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসম্ভব সাব্যস্ত হয়েছে।

বর্তমানে তাদের বয়স ৪৫-এর বেশি, অর্থাৎ গর্ভধারণের সময় আর নেই।

এই নয়জন নারী তাদের জীবনের যুদ্ধ এবং ত্যাগের গল্প আমাদের বলতে চান, অত্যন্ত জরুরি কিছু তথ্য ও উপলব্ধি শেয়ার করতে চান। যেসব কঠিন, নির্মম বাধার মুখোমুখি তাদের হতে হয়েছে, সেগুলো যেন আজকের যুগের মেয়েরা এড়িয়ে চলতে পারে, এটাই তাদের অভিপ্রায়। তাদের গল্প এখনকার তরুণীদের জন্য সতর্কবাণী।

আমি জানি—আজকের মেয়েরা অসতর্ক কিংবা অবুঝ নয়; তারা জানে—রাস্তা কঠিন। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের সিনিয়র নারীদের পারিবারিক জীবনের অতৃপ্তি এবং একাকিত্বকে তারা চাক্ষুস দেখেছে।

আমার দুশ্চিন্তা এই নিয়ে যে, এখনকার মেয়েরা মনে করে পরিস্থিতি আর আগের মতো নেই—সময় বদলেছে, অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাদের বিশ্বাস এখনকার নিয়োগকর্তারা পরিবারবান্ধব অনেক সুযোগ-সুবিধা দেন, এখনকার ছেলেরা স্ত্রীদের প্রতি অনেক বেশি সাপোর্টিভ এবং এখন প্রযুক্তি এত উন্নত হয়েছে যে, মেয়েরা চল্লিশের পরেও অনায়াসে গর্ভধারণ করতে পারে। একদিন একজন ২৯ বছর বয়সি নারী উকিল আমাকে দারুণ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছিল: '৭০ আর ৮০-র দশকের অগ্রগামী নারীদেরকে ক্যারিয়ারের ওয়াস্তে অনেক কঠিন বলিদান দিতে হয়েছে। আমাদের ব্যাপার আলাদা। আমরা ক্যারিয়ার ও পরিবার—দুটোই অর্জন করব।'

কিন্তু এই আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি আছে কি? আমার তো মনে হয় না।

আমরা অধ্যায়-২-এ দেখব, যে কীভাবে এখনকার তরুণীদেরও একই রকম কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে। আসলে তাদের তাগ্যের মাত্রা আগের নারীদের থেকেও বেশি এবং এই সত্যটিকে অস্বীকার করলে মূল সমস্যাগুলোর সমাধান না করে কেবল উটপাখির মতো বালিতে মাথা গোঁজা হবে।

সুতরাং, ব্রেকথ্রু প্রজন্মের নারীদের বক্তব্য জানা দরকার। তাদের কাছ থেকে নতুন প্রজন্মের মেয়েদের অনেক কিছু শেখার আছে—তাদের জীবনের কোন পথগুলো সঠিক গন্তব্যের দিকে গেছে, কোনগুলো ছিল কাঁটায় ভরা, কোন বাঁকে তারা হোঁচট খেয়েছেন, তারপর কীভাবে আবার সামলে নিয়েছেন। কোন পথগুলোতে চলে তারা সুখ-সমৃদ্ধির গন্তব্যে পৌঁছেছেন, আর কোন পথগুলোর শেষে ছিল শুধুই অনুশোচনা।

এবার ওয়েন্ডির গল্প দিয়ে শুরু করি।

ওয়েন্ডি ওয়াসারস্টিন

ওয়েন্ডি সৌভাগ্যবানদের একজন। কারণ, তিনি দশ বছরের চেষ্টার পর অবশেষে একটি সন্তান লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে সাংবাদিক লিয স্মিথ এই সুখবরটির ঘোষণা করেন

অধ্যায়-২

চোখ ধাঁধানো কিছু পরিসংখ্যান

২০০১ সালের জানুয়ারিতে, হ্যারিস ইন্টার‍্যাক্টিভ এবং জাতীয় প্যারেন্টিং অ্যাসোসিয়েশনের সাথে একজোট হয়ে আমি দেশজুড়ে একটা জরিপ চালাই।[১] জরিপটির উদ্দেশ্য ছিল—উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চ-উপার্জনকারী নারীদের কর্মজীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা। সার্ভেটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'হাই-অ্যাচিভিং উইমেন, ২০০১'। আমাদের লক্ষ্য ছিল এই কয়টি দল:

১। যে আমেরিকান নারীরা ফুল-টাইম কর্মজীবী অথবা উদ্যোক্তা তাদের মধ্যে বার্ষিক আয় অনুপাতে শীর্ষের ১০%।[২] এই দলকে দুইরকম করে ভাগ করা হয়: বয়স অনুপাতে এবং বার্ষিক আয় অনুপাতে।

বয়স অনুপাতে দুটি দল:

বেশি বয়সি: যাদের বয়স ৪১ থেকে ৫৫-এর মধ্যে (অর্থাৎ ব্রেকথ্রু প্রজন্ম)

কমবয়সি: যাদের বয়স ২৮ থেকে ৪০-এর মধ্যে (ব্রেকথ্রুর পরবর্তী প্রজন্ম)

বার্ষিক আয় অনুপাতে দুটি দল:

উচ্চ-উপার্জনকারী নারী (শীর্ষের ১০%): এই দলের কমবয়সি নারীদের বার্ষিক

[১] জরিপটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে করা হয়। স্যাম্পেল সাইজ ছিল:
১। উচ্চ-উপার্জনকারী কর্মজীবী নারী (বয়স ২৮-৫৫) ১১৮৬ জন
২। উচ্চশিক্ষিত গৃহিণী (বয়স ২৮-৫৫) ৪৭৯ জন
৩। উচ্চ-উপার্জনকারী পুরুষ (বয়স ২৮-৫৫) ৪৭২ জন

[২] যাদের ডক্টরেট ডিগ্রি বা ডাক্তার, উকিল বা ডেন্টিস্ট হিসেবে প্রফেশনাল ডিগ্রি আছে, তাদের বার্ষিক আয় এর থেকে কম হলেও শীর্ষের ১০%-এর মধ্যেই ধরা হয়েছে।

তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই (৪৯%) মা হতে পারেনি।[১]

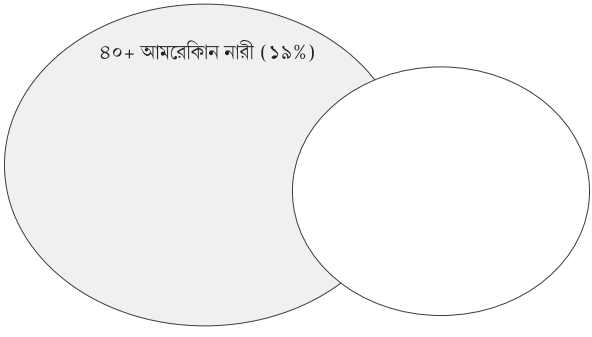

৪০+ উচ্চউপার্জনকারী আ. নারী (৩৩%)

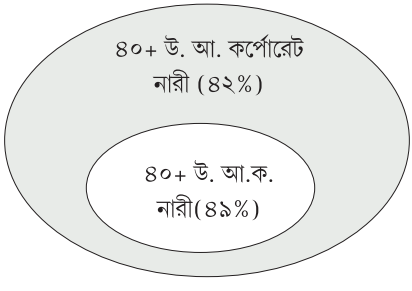

অথচ একই বয়সের পুরুষদের মধ্যে উচ্চ-উপার্জনকারী দলের ২৫% এবং অতি উচ্চ-উপার্জনকারী দলের মাত্র ১৯% সন্তানহীন।

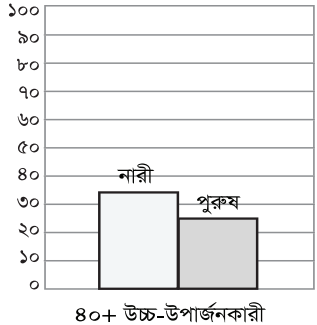

৪০+ উচ্চ-উপার্জনকারী
কর্মজীবীদের সন্তানহীনতার হার

[১] ১৯৯৮ সালে ইউএস সেন্সাস বুরোর একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ৪০-৪৪ বছর বয়সি সকল আমেরিকান নারীদের মধ্যে ১৯% নিঃসন্তান। অতএব, তুলনামূলকভাবে উচ্চ-উপার্জনকারী নারীদের সন্তানহীনতার হার অনেক বেশি।

তারা যখন বিয়ে করে, তখন কম বয়সেই করে। বেশিবয়সি দলটির মাত্র ৮% নারী ৩০-এর পর এবং মাত্র ৩% নারী ৩৫-এর পর প্রথমবারের মতো বিয়ে করে।

উঁচু পর্যায়ে পৌঁছে তারা নিজেদের একা পায়

বেশি বয়সি দলটির মাত্র ৬০% নারী এখন বিবাহিতা, তাদের মধ্যে আবার যারা কর্পোরেট জগতে আছেন তাদের বিয়ের হার আরও কম (৫৭%)।[১] অথচ পুরুষদের ব্যাপারটা পুরোই উলটো। বেশি বয়সি দলের পুরুষদের ৭৬% এখন বিবাহিত এবং অতি উচ্চ-উপার্জনকারী দলে বিবাহিত পুরুষদের সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি ৮৩%।

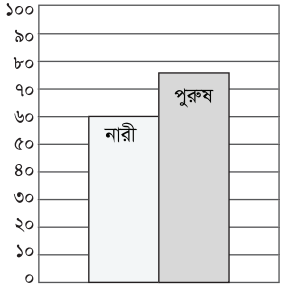

৪০+ উচ্চ-উপার্জনকারীদের বিয়ের হার

আফ্রিকান-আমেরিকান নারীদের অবস্থা আরও শোচনীয়

তাদের মধ্যে মাত্র ৩৩% বর্তমানে বিবাহিতা এবং ৪৩%-এর সন্তান আছে। তাদের বেশি বয়সি দলের মধ্যে ৪৮% সন্তানহীনা; তাদের কারও ৩৭ বছর বয়সের পর সন্তান হয়নি এবং ২৮-এর পর বিয়ে হয়নি।

সুতরাং কাজ ও পরিবার একসাথে সামলানোটা মনে হচ্ছে কালো বর্ণের নারীদের ক্ষেত্রে একটু বেশিই কঠিন।

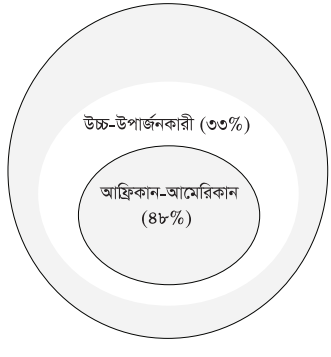

৪০+ আমেরিকান নারীদের সন্তানহীনতার হার

[১] সার্বিক পরিসংখ্যান এর তুলনায় বেশি: ৪০-৪৪ বছর বয়সি আমেরিকান নারীদের মধ্যে ৬৭% ২০০১ সালে বিবাহিত ছিলেন।

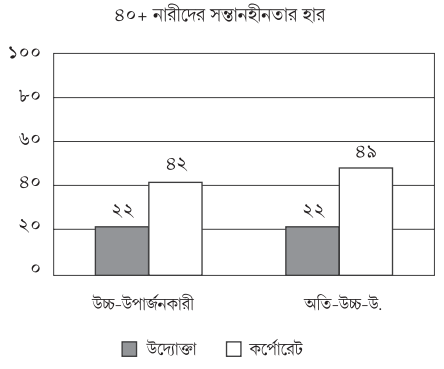

২২% আর কর্পোরেটদের ৪২% নিঃসন্তান। অতি-উচ্চ-উপার্জনকারী দলে এই বৈষম্য আরও বেশি (২২% এবং ৪৯%)। নারী-উদ্যোক্তাদের বিবাহিতা হওয়ার সম্ভাবনাও কর্পোরেট নারীদের থেকে বেশি (৬৭% এবং ৫৭%)।

কমবয়সি দলের নারীদের সমস্যা আরও বেশি

ব্রেকথ্রু প্রজন্মের নারীরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেগুলো পরের প্রজন্মের নারীদেরকেও ধাওয়া করছে। এই দুই দলের কত সতাংশ নারী ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে মা হয়েছে সেটা মিলিয়ে দেখলে পরিষ্কার হয় যে কমবয়সি দলই পিছিয়ে আছে। তাদের মাত্র ৪৫% এর ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে সন্তান হয়েছে, অথচ বেশিবয়সি দলের মধ্যে এই সংখ্যা ৬২%। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে, কমবয়সি নারীরা কাজ-সংসার একসাথে ব্যাল্যান্স করতে গিয়ে ব্রেকথ্রুর নারীদের থেকে আরও বেশি হিমশিম খাচ্ছে।

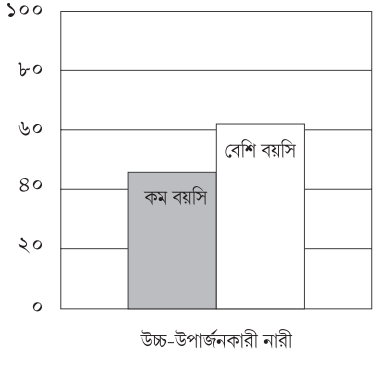

উচ্চশিক্ষিত গৃহিণীরা আবার কর্মক্ষেত্রে ফেরত যেতে চায়

উচ্চশিক্ষিত নারীদের মধ্যে যারা সন্তান হওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল, তাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ মনে করে—তারা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল দীর্ঘ অফিস টাইম, বসদের সহানুভূতির অভাব এবং শিথিলতার অভাবের কারণে। তাদের বেশির ভাগ (৬৬%) আবার কর্মক্ষেত্রে ফেরত যেতে চায়।

আপনি কি কর্মক্ষেত্রে ফিরে যেতে চান

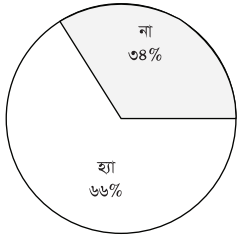

ওয়ার্ক-লাইফ পলিসির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

যে উচ্চ-উপার্জনকারী নারীরা মা হওয়ার পরেও চাকরি চালিয়ে যায়, তারা সাধারণত সেসব কোম্পানিতে চাকরিরত, যেগুলো কর্মচারীদের কাজ-সংসার ব্যাল্যান্স করার জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা দেয়; যেমন—ফ্লেক্সটাইম, সবেতন ছুটি*, সংক্ষেপিত সময়সূচি* ইত্যাদি। অন্যদিকে যে নারীরা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে তাদের প্রাক্তন কোম্পানিগুলোতে এ-ধরনের সুবিধা খুব কমই পাওয়া যায়।

সন্তানহীনরা মা-বাবাদের জন্য বিশেষ সুবিধাদানকে ঘৃণার চোখে দেখে

সন্তানহীন উচ্চ-উপার্জনকারী নারীদের মধ্যে ৫৪% বলেছে যে, তাদের অফিসে সন্তানধারীদের অসমাপ্ত কাজের ভার এসে পড়ে সন্তানহীনদের ঘাড়ে। সন্তানধারী এবং সন্তানহীনদের মাঝে এই ঠোকাঠুকি বেড়ে চুলোচুলির পর্যায়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

উচ্চ-উপার্জনকারী নারীরা সবদিক জয় করাকে সম্ভবপর মনে করে না

খুব কমসংখ্যক উচ্চ-উপার্জনকারী নারী (১৬%) মনে করে যে একজন নারীর 'সবদিক জয় করা', অর্থাৎ ক্যারিয়ার এবং সংসার দুটোতেই সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তারা বরঞ্চ পুরুষদের সবদিক জয় করার সম্ভাবনা নিয়ে অনেক বেশি আশাবাদী (৩৯%)।

চোখ-ধাঁধানো সব পরিসংখ্যান বটে! কিন্তু আমাদের এই নতুন জরিপের এসব অভিনব ফলাফলগুলো আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার আগে পুরোনো

নারীদের ৩৩% এবং তার ভেতর কর্পোরেট নারীদের ৪২% নিঃসন্তান। সারাহ্ কর্পোরেট নারীদেরই অন্তর্ভুক্ত। জরিপে আমরা এটাও পেয়েছি যে পেশার ওপর মাতৃত্বের হার অনেকটা নির্ভরশীল। অধ্যাপক এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা-ক্ষেত্রের শিক্ষিকাদের মধ্যে সন্তানহীনতার হার তুলনামূলক বেশি (৪৩%) এবং নারী-উদ্যোক্তাদের মধ্যে কম (২২%)।

এই তারতম্য আরও বেড়ে যায় অতি উচ্চ-উপার্জনকারী নারীদের মধ্যে—যারা বছরে এখ লাখ ডলারের বেশি আয় করে। এই দলের কর্পোরেট নারীদের অবস্থা করুণ (৪৯% নিঃসন্তান), উদ্যোক্তাদের অবস্থা ভালো (২২%) এবং ডাক্তার আর উকিলরা এই দুইয়ের মাঝামাঝি কোথাও পড়ে।

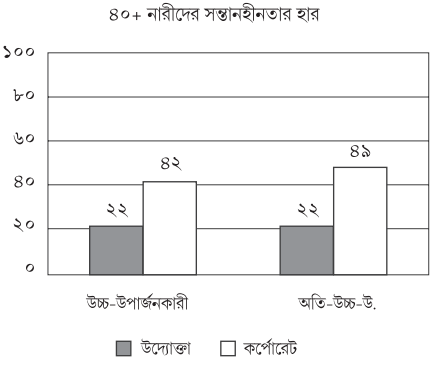

জরিপে আমরা এ-ও দেখেছি যে, এই নারীদের বেশিরভাগেরই মা হওয়ার ইচ্ছা ছিল। জরিপের প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটি ছিল: আপনার স্নাতকপ্রাপ্তির সময়ের কথা মনে করেন। নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে আপনার পরিকল্পনা কী ছিল? আপনি কি চেয়েছিলেন আপনার সন্তান হোক? জবাবে মাত্র ১৪% বলেছে তারা সম্ভবত সন্তান নেবে না। তার মানে উচ্চ-উপার্জনকারী নারীদের জন্য স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝে প্রভেদ বিস্তর।

এটাও দেখা গেছে যে, ব্রেকথ্রু প্রজন্মের যে নারীদের সন্তান আছে, তারা আরও বেশি সন্তান চেয়েছিল। তাদের মাত্র ৮% স্নাতকপ্রাপ্তির সময় একটি সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। বেশিরভাগ বলেছিল তারা দুটি সন্তান (৫৫%) চায় এবং অনেকে তিনটি সন্তানও আশা করেছিল (১৭%)। কিন্তু বাস্তবে তাদের ৩২%-এর একটিমাত্র সন্তান হয়। তাদের অনেকের মধ্যেই ব্যাপারটা গভীর অনুশোচনার জাগান দেয়।

শব্দকোষ

অতি উচ্চ-উপার্জনকারী নারী: যে আমেরিকান নারীরা ফুলটাইম কর্মজীবী অথবা উদ্যোক্তা, তাদের মধ্যে বার্ষিক আয় অনুপাতে শীর্ষের ১%; এদের সব বয়সেই বাৎসরিক আয় এক লাখ ডলারের ঊর্ধ্বে।

আইভিএফ: একটি সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি; যাতে মানব দেহের বাইরে শুক্রাণুর সাথে ডিম্বানু মিশিয়ে ডিম্বাণু নিষিক্তকরণের অপেক্ষা করা হয় এবং এর ফলে যে ভ্রূণ তৈরি হয়, তা গর্ভে প্রবেশ করানো হয়; in-vitro fertilization; টেস্ট টিউব পদ্ধতি।

উচ্চ-উপার্জনকারী নারী: যে আমেরিকান নারীরা ফুলটাইম কর্মজীবী অথবা উদ্যোক্তা, তাদের মধ্যে বার্ষিক আয় অনুপাতে শীর্ষের ১০%। এই দলের কমবয়সি নারীদের বার্ষিক আয় বর্তমানে ৫৫,০০০ ডলারের ঊর্ধ্বে এবং বেশি বয়সিদের ৬৫,০০০ ডলারের ঊর্ধ্বে।

উচ্চশিক্ষিত গৃহিণী: যে নারীরা উঁচু মানের ডিগ্রি বা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে কোনো ফুলটাইম কাজে নিয়োজিত নয়।

এআরটি: সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি, অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজি

ওয়ার্ক-লাইফ পলিসি: সেসব নীতি বা কর্মসূচি; কর্মক্ষেত্রে কিছু শিথিলতার মাধ্যমে যেগুলো কর্মচারীদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য সুযোগ করে দেয়। যেমন—ফ্লেক্সটাইম, সবেতন বা অবৈতনিক ছুটি, চাইল্ড কেয়ার ইত্যাদি।

কমবয়সি: যাদের বয়স ২৮ থেকে ৪০-এর মধ্যে (ব্রেকথ্রুর পরবর্তী প্রজন্ম)

কর্পোরেট: আমেরিকার সেসব কোম্পানি, যেগুলোর কর্মচারীর সংখ্যা ৫০০০-এর বেশি।

ক্রিপিং ননচয়েজ: অনিচ্ছাকৃত ফলাফল—যা এত ধীরে ধীরে ফলে যে, অনেক দেরিতে উপলব্ধি হয়। যেমন: অন্যমনস্কভাবে প্ল্যাটফর্মে বসে থাকতে থাকতে কখন যে ট্রেন চলে গেছে—তা টের না পাওয়া।

ক্লোমিড : clomiphene citrate, একটি উর্বরতাবর্ধক পিল—যা ডিম্বাশয় থেকে ডিম নিঃসরণকে উদ্দীপিত করতে ব্যবহৃত হয়।

গ্লাস-সিলিং: 'ব্রেকথ্রু প্রজন্ম' দেখে নিতে পারেন।

জব শেয়ার: একটি ফুলটাইম চাকরির পদে দুজন মিলে সময় এবং বেতন ভাগ করে নিয়ে পালা করে কাজ করা।

জিআইএফটি – gamete intrafallopian tube transfer, একটি সহায়ক **প্রজনন প্রযুক্তি;** যাতে মানব-দেহের বাইরে শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণু মিশিয়ে সরাসরি ডিম্বনালিতে মিশ্রণটি প্রবেশ করানো হয়।

টেলিকমিউটিং: বাড়ি থেকে কাজ করার সুযোগ।

ডাউন সিন্ড্রোম: একটি জেনেটিক অসুখ—যার ফলে বাচ্চার মানসিক এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।

ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর উইমেন (নাও): আমেরিকার বৃহত্তম নারীবাদী সংস্থা

পার্গোনাল: একটি উর্বরতা-বর্ধক হরমোনের ইনজেকশন

পিআইডি: পেল্‌ভিক ইনফ্লেমেটরি ডিজিজ, একটি সংক্রমণ—যা স্ত্রী-প্রজনন অঙ্গগুলোকে আক্রান্ত করে।

পিঙ্ক-কলার: যেসব কর্মক্ষেত্রকে সাধারণত নারীদের ক্ষেত্র হিসেবে ধরা হয়; যেমন—স্কুলের শিক্ষকতা, পার্লারের কাজ, সেক্রেটারি, নার্স বা আয়ার কাজ,

থেকে আলাদা হয়।

পরিশিষ্ট:

গর্ভজাতক শিশুর অ্যানাটমি

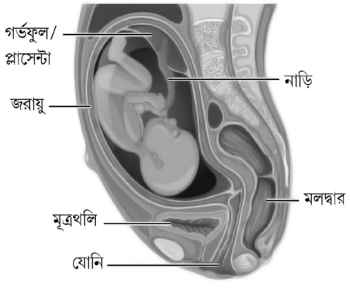

মানব স্ত্রী প্রজননতন্ত্র